দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ৮২ কলাম ... ৮ ......

রেজাল্ট ৩৬

১৪০০ ফাজিল কামিল মাদ্রাসা প্রশাসনিক সংকটের বেড়াজালে বন্দী

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ জরুরী

মোহাম্মদ আবদুর রহিম

সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ১৪০০ ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা এখন প্রশাসনিক সংকটের বেড়াজালে বন্দী। এদেশের মাদ্রাসাসমূহের ছাত্র শিক্ষক, পীর-মাশায়েখ এবং ওলামায়ে কেরামের দাবী ছিল ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর মান এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রদানের। সকল পর্যায়ের দাবী অগ্রাহ্য করে দেশের লাখ লাখ মাদ্রাসা শিক্ষানুরাগীর দাবীর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে বিগত জোট সরকার জামায়াতে ইসলামীকে খুশি করতে সংসদের শেষ অধিবেশনে তড়িঘড়ি করে দেশের সীমান্তে অবস্থিত কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৪০০ মাদ্রাসার

২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

১৪০০ ফাজিল কামিল

১২-এর পৃষ্ঠার পর

দায়িত্ব অর্পণ করে একটি বিল পাস করে। জাতীয় সংসদের বিল পাস হওয়ার সাথেসাথেই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ফাজিল, কামিল মাদ্রাসাসমূহের স্বীকৃতি নবায়ন এবং কমিটি অনুমোদনসহ সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়। এর ফলে বর্তমান মাদ্রাসাগুলো প্রশাসনিক সংকটের বেড়াজালে নিমজ্জিত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক মাদ্রাসার স্বীকৃতি এবং কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা গ্রহণসহ নানান প্রশাসনিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ইতোমধ্যে ফাজিল, কামিল শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণ ও ভর্তির ব্যবস্থা করে কিছুটা সমস্যা লাঘব করেছেন। একইভাবে মাদ্রাসা স্বীকৃতি ও কমিটি অনুমোদনের বিষয়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ আপাতত পূর্বের ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করলে মাদ্রাসাসমূহ অস্তিত্বের সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী উক্ত বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে বলেন, অনতিবিলম্বে মাদ্রাসাসমূহের উল্লিখিত সমস্যা সমাধান না হলে মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হবে। তিনি এ বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা সচিবসহ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহানুভূতি কামনা করেছেন।